পলিসি ব্রিফ

৯৪/ ২০২০

সেপ্টেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সংসদীয় আসনভিত্তিক থোক বরাদ্দের অধীনে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সংসদ সদস্যদের জন্য থোক বরাদ্দের আওতাধীন 'পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প'-এর পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের প্রথম দুইটি পর্যায় ২০১০ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং তৃতীয় পর্যায় অনুমোদন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের প্রথম দুইটি পর্যায়ের কিছু স্কিমে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) সরেজমিন পর্যবেক্ষণে অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হয় নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনগণের কাছে সংসদ সদস্যদের আচরণ ও কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে টিআইবি'র নিয়মিত গবেষণার ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের ওপর সম্পাদিত একটি গবেষণা ২০২০ সালের ১২ আগস্ট প্রকাশিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে এই পলিসি ব্রিফ তৈরি করা হয়েছে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য ডকুমেন্ট ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে পাঠানো হয়েছে, যা টিআইবি'র ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।[১]

গবেষণায় দেখা যায় এই প্রকল্পের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিকাঠামো বা কৌশল নেই। আসনভিত্তিক স্কিম সম্পর্কিত তথ্যসহ প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোও নেই। স্কিম তালিকাভুক্তিসহ এলাকাভেদে স্কিমের উপযোগিতা যাচাইয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের সরাসরি মতামত দেওয়ার সুযোগের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। স্কিম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের পারস্পরিক সুবিধার সমঝোতা সম্পর্ক এবং কমিশন বাণিজ্যের ফলে স্কিমের কাজের মান প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ও তার সাথে জনপ্রতিনিধি ও তাদের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগসাজশের ফলে শুদ্ধাচার চর্চা বা দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করা যাচ্ছে না। এছাড়া তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সদস্যদের একাংশ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার ও আর্থিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন অনিয়মকে প্রশ্রয় দেন। ফলে পুরো উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ। এই প্রকল্প সংসদ সদস্যের একাংশের জন্য স্থানীয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতার চর্চা, নির্বাচনে ভোট নিশ্চিত করার চেষ্টা ও অনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কার্যকর তদারকি, প্রকল্পের সার্বিক মূল্যায়ন, এবং সংসদ সদস্যের সততা ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধির অনুপস্থিতি অনিয়ম-দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণকে আরও উৎসাহিত করছে।

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে এই প্রকল্পের কার্যকরতা বৃদ্ধি এবং এর সুফল টেকসই করতে টিআইবি কিছু সুপারিশ প্রস্তাব করছে।

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
জবাবদিহি ব্যবস্থার কার্যকরতা বৃদ্ধি ১. ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত সংসদীয় আসনের অবকাঠামো উন্নয়নের থোক বরাদ্দ প্রকল্পগুলোর পৃথকভাবে নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করে এগুলোর দুর্বলতা, কার্যকরতা বৃদ্ধির সুযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তৈরি করতে হবে এবং পরবর্তী প্রকল্প পরিকল্পনায় এই তথ্য ব্যবহার করতে হবে।	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি); স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর; স্থানীয় সরকার বিভাগ

[১] https://www.ti-bangladesh.org/beta3/index.php/en/highlights/6118-governance-challenges-in-the-implementation-of-the-infrastructure-development-project-under-constituency-based-block-allocation

সুপারিশ	বাস্তবায়নকারী
২. এ প্রকল্পের আইনি কাঠামো বা নীতিমালা সুনির্দিষ্ট করতে হবে, যেখানে স্কিম নির্বাচন প্রক্রিয়া, এলাকা ও চাহিদা ভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ, এবং বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার বিস্তারিত নির্দেশনা থাকবে ।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৩. স্কিম টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট আসনের ভৌগোলিক অবস্থান এবং উপযোগিতা অনুযায়ী স্কিমের নকশাসহ এলাকাভেদে বরাদ্দ বণ্টনের পূর্বশর্ত নির্ধারণ করতে হবে।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ
৪. কৃষি ও অকৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদানসহ বিপণন সুবিধা বৃদ্ধি ও গ্রামীণ কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ স্কিম পরিকল্পনা করতে হবে ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; কৃষি মন্ত্রণালয়; যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি	
৫. স্কিম তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সমন্বয় কমিটিতে স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস করতে হবে।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
৬. প্রকল্পের অধীনে স্কিম পরিকল্পনা ও তালিকাভুক্ত করার আগে তার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ
অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধ	
৭. জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক শুদ্ধাচার চর্চার পাশাপাশি দুর্নীতির প্রবণতা ও সুযোগ হ্রাস করার জন্য কার্যকর জবাবদিহি ব্যবস্থা (জনপ্রতিনিধিদের আচরণ বিধি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, তাদের কর্মকাণ্ডসহ আর্থিক হিসাবের বিবরণ উন্মুক্তকরণ, তাদের সম্পৃক্ততায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য এলাকাভিত্তিক গণশুনানি ইত্যাদি) প্রবর্তন করতে হবে।	জাতীয় সংসদ এবং আইন মন্ত্রণালয়; স্থানীয় সরকার বিভাগ
৮. স্কিম বাস্তবায়নকালীন স্থানীয় উপকারভোগীদের সমন্বয়ে ধারাবাহিকভাবে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা (কমিউনিটি মনিটরিং) প্রবর্তন করতে হবে ।	স্থানীয় সরকার বিভাগ; স্থানীয় নাগরিক সমাজ প্রতিষ্ঠান
তথ্য প্রকাশ	
৯. স্কিমের কাজ চলাকালীন এলাকায় তথ্যবোর্ড স্থাপন করতে হবে যেখানে স্কিমের বিবরণ, বাজেট, সময়সীমা, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারের নাম ও যোগাযোগের নম্বর ইত্যাদি থাকতে হবে।	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
১০. এই প্রকল্পের সব ধরনের তথ্য (নীতিমালা, আসনভিত্তিক স্কিমের তালিকা, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদন, বাজেট, স্কিম বাস্তবায়নের অগ্রগতির বিবরণ) একটি সুনির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়; জাতীয় সংসদ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পলিসি ব্রিফ প্রসঙ্গে

জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে নাগরিকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন ও সক্রিয় করা এবং দেশে দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে বহুবিধ গবেষণা, প্রচারণা, অ্যাডভোকেসি ও জনসম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। জাতীয় পর্যায়ে নিবিড় অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম গ্রহণ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বিস্তৃত নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে 'বিল্ডিং ইন্টেগ্রিটি ব্লকস ফর ইফেক্টিভ চেইঞ্জ' প্রকল্পটি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান নীতি, আইন ও নিয়ম-কানুন কার্যকর প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

টিআইবি এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, নাগরিক সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন হবে দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত। এ লক্ষ্যে নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার অনুঘটনে টিআইবি গবেষণা কার্যক্রম ও তার ভিত্তিতে কার্যকর নীতি প্রণয়নে অ্যাডভোকেসি ও নাগরিক সম্পৃক্ততামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে ধারাবাহিক ও সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর টিআইবি পলিসি ব্রিফ প্রণয়ন করে থাকে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি ০৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯। ফোন: +৮৮০ ২ ৯১২৪৭৮৮-৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১২৪৯১৫, info@ti-bangladesh.org, www.ti-bangladesh.org, www.facebook.com/TIBangladesh